নিনির গল্প

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

(একটি শ রূপকথা)

তিন ভাইয়ের মধ্যে নিনি সব চেয়ে ছোটো। বাবা খুব বড়ো নামজাদা ব্যবসাদার। দূর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে নানা দেশ ঘুরে ব াণিজ্য করে আসতেন তিনি। সব দেশের নামও আমরা জানি না।

নিনি কিন্তু ঠিক অন্য দু'ভাইয়ের মতো নয়। সে কাজকর্ম কিছু করে না। কেবল খেলে বেড়ায়। আর যত রকমের অকাজ করতে হয় তা সবই করত। নিনির দুই ভাই যখন বড়ো হল, বাবা তাদের দুজনকেই একটা করে জাহাজ দিলেন। সঙ্গে দিলেন অনেক সোনার গয়না। হাতের বালা, গলার হার, আংটি, কাজকরা সুন্দর সুন্দর লেস, কতরকমের সিল্‌কের ক াপড়, পোর লাঠি, লাল-নীল চামচ --- আরো কত কী।

কিন্তু নিনিকে কিছু দিলেন না। নিনিকে তিনি বাড়ীতেই রেখে দিলেন।

গরমকাল। খুব ভোরে বিছানা থেকে উঠে নিনি দেখলে তার দুই দাদা বড়ো বড়ো দুটো জাহাজে অনেক সব দামী দামী জিনিসপত্তর নিয়ে নীল সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। জাহাজ বোঝাই জিনিসপত্তর বিক্রি করে নিশ্চয় খুব বড়ো লোক হয়েই তারা ফিরবে।

সেই প্রথম নিনির খুব ইচ্ছে হল, একটা-কিছু কাজের মতো কাজ সে করবে। বাবা-মাকে গিয়ে সে বললে, আমাকে একটা জাহাজ দাও। আমিও গিয়ে দাদাদের মতো ভাগ্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি।

বাবা নিনিকে বললেন, আজ পর্যন্ত কোনো কাজের কাজ তো তুমি কর নি। কেবলই দুষ্টুমি করে বেড়াও। তোমার দুষ্টুমির শেষ নেই।

নিনি বললে, আমি আর দুষ্টুমি করব না। আমাকে একটা ছোটো জাহাজ দাও। দেখিয়ে দিই আমিও দাদাদের মতো ক াজের ছেলে।

নিনির মা তখন বাবাকে বললেন, ঠিক আছে। বলছে যখন, ওকে একটা জাহাজ দাও। তোমার ছোটো ছেলে তো। হয়তো ভালো হয়ে যেতেও পারে।

নিনির বাবা বললেন, ঠিক আছে, কিন্তু দামি জাহাজ দিয়ে পয়সা নষ্ট করব না ওর জন্যে।

নিনি তখন মরিয়া হয়েই বললে, ঠিক আছে। যা খুশি তাই দাও। বাবা তখন নিনিকে চটের কাপড় আর ছেঁড়া টুক্‌রো ক াপড়ে বোঝাই একটা পুরোনো জাহাজ দিলেন। আর সঙ্গে দিলেন দু-চারজন বুড়ো নাবিক। কাজ করবার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই হয়।

বিকেলের আলো পড়ে এসেছে। অন্ধকার জমাট বেঁধে আসছে সমুদ্রের কালো জলে। ছেঁড়া পাল টাঙিয়ে বুড়ো নাবিকের দল নিয়ে নিনির পুরোনো জাহাজখানা দূর সমুদ্রে মিলিয়ে গেল।

কূলকিনারাহীন সমুদ্রে তিন-তিনটে দিন কেটে গেল। চারদিনের দিন ঝড় উঠল। ভীষণ আক্রোশে ফুঁসে উঠল বাতাস। বুড়ো নাবিকগুলো প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল জাহাজটাকে ঠিক রাখার জন্যে। কিন্তু ছেঁড়া, তালিমারা পালগুলো মাস্তুল থেকে উড়ে চলে গেল হাওয়ায় ভর দিয়ে। আর নিনির পুরোনো জাহাজটাকে নিয়ে খেলনার মতো যা-খুশি-তাই করতে লাগল উলটো-পালটা হাওয়া।

মহাসমুদ্রে একটা দ্বীপের ওপরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আছড়ে পড়ল নিনির জাহাজটা। দ্বীপের ওপর একলা জাহাজটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝড় থামল। হাওয়া পড়ে এল। নির্জন দ্বীপে নিনি আর বুড়ো নাবিকের দল হাঁফ ছেড়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

বুড়ো নাবিকদের জাহাজে-আনা পুরোনো কাপড়-চোপড় দিয়ে ছেঁড়া পালগুলো সারাতে বলে নিনি একলাই চলে গেল দ্বীপের মধ্যে। দরকারি জিনিসপত্তর যদি কিছু খুঁজে পাওয়া যায়।

বুড়ো নাবিকরা পুরোনো ব্রকেডের কাপড়, পুরোনো কাজ-করা শাল --- যেগুলো বিক্রির জন্যে আনা হয়েছিল -- তাই দিয়েই ছেঁড়া পাল জোড়া লাগাতে লাগল। জোয়ার এল। জাহাজটা জলে ভাসতে লাগল। ডাঙায় নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে বসে বুড়ো নাবিকেরা তাদের পুরোনো দিনের গল্প শু করে দিলে।

এদিকে দ্বীপের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে নিনি দেখতে পেল একটা শাদা চক-খড়ির মতো পাহাড় উঁচুতে উঠে গিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে। পাহাড়ের চার ধারে সবুজ গাছপালা। শাদা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে নিনির তেষ্টা পেল। খানিকটা শাদ া বরফ খেতে ইচ্ছে হল তার। আঙুল দিয়ে তুলে দেখলে বরফ নয়, নুন।

পাহাড় থেকে নেমে এসে নিনি জাহাজের বুড়ো নাবিকদের বললে, যা কিছু বাক্সো-বস্তা আছে সব নিয়ে এসো।

নাবিকের দল সমস্ত বাক্সো-বস্তা খালি ক'রে এনে নুন ভরে নিয়ে জাহাজের ডেক ভরতি করতে লাগল। সারাদিন বোঝ াই করতে করতে জাহজে আর তিল ধারণের জায়গা রইল না। নুনের বস্তা বয়ে বয়ে বুড়ো-নাবিকরা তখন ক্লান্ত।

সেলাই করা পালগুলো আবার উঠল। নীল সমুদ্রে নিনির জাহাজখানা আবার ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল। বুড়ো না বিকেরা ক্লান্ত পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করতে লাগল। আর পুরোনো দিনের গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে উঠল।

অনেক দিন ধরে ভাসতে ভাসতে নিনির জাহাজ এসে পৌঁছলো একটা ছোট্ট শহরে। উঁচু উঁচু বাড়ির চূড়া, চার্চ আর রঙ-করা ছাদের সারি পাহাড়ের ঢালু গা ঘেঁষে নেমে চলে গেছে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত। পাহাড়ের নীচে ছোট্ট শান্ত বন্দর। বন্দরে এসে নিনির জাহাজ পাল নামিয়ে ফেলল।

ছোট্ট একটা নুনের বস্তা নিয়ে বিক্রির আশায় নিনি সেই শহরের রাজার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলো। রাজার সামনে গিয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল। রাজা তার পরিচয় জিগেস করাতে নিনি বললে, 'মহারাজ, আমি একজন শ-দেশি নাবিক। আমার এই ব্য াগে করে কিছু জিনিস এনেছি ব্যবসা করব বলে। এই শহরের মানুষজনদের সঙ্গে ব্যবসা করবার অনুমতি দিন।'

রাজা জিগেস করলেন, 'তোমার ব্যাগে ওটা কি?'

নিনি বললে, 'শদেশের নুন।'

এখন, কথা হল কী, সে-দেশের লোকেরা নুন কখনো দেখে নি। নুন দেখে রাজা তো হেসে খুন। বললেন, 'এই শাদা শাদা ধুলো কিনে আমার দেশের লোকে কী করবে! তুমি একেবারেই বোকা।'

নিনি লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তার মনে পড়ে গেল, বাবা তাকে কী বলত। আর কোনো কথা না বলে রাজাকে নমস্কার করে সে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে গিয়েই তার মনে হল, যদি তার দেশের নুন এরা চোখে না-ই দেখে থাকে তা হলে এরা কী নুন রান্নায় ব্যবহার করে? এদের রান্নাঘরে গিয়ে একবার দেখতে হবে।

রাজপ্রাসাদের পেছনের দরোজা দিয়ে নিনি ঢুকে পড়ল। তারপর রান্নাঘরে গলা বাড়িয়ে রান্নার লোকটিকে বললে, বড়ো ক্লান্ত আমি। আমাকে একটু এখানে বসে বিশ্রাম করতে দেবে?

রান্নার লোকটি বললে, বোসো। কিন্তু রান্নায় বাধা দিয়ো না। রাজার রান্না হচ্ছে। তাঁর রাত্তিরের খাবার প্রায় অর্ধেক তৈরী হয়ে এসেছে।

একটা টুলের ওপর বসে নিনি দেখতে লাগল। সাতজন রান্নার লোক। কেউ তরকারি সেদ্ধ করছে। কেউ সুপ রাঁধছে, কেউ-বা আগুনে কিছু জিনিস সেঁকে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত। কেউ-বা ভাজাভুজির কাজে ব্যস্ত। অন্য যারা সাহায্য করছে ত ারা হুড়োহুড়ি ক'রে রান্নার জোগাড় দিচ্ছে।

নিনির কোলের ওপর নুনের ছোটো ব্যাগ রয়েছে একটা। সে লক্ষ করলে, রান্নার লোকেরা ডিশ সাজাচ্ছে। কিন্তু ডিশে নুনের মতো কিছু দিচ্ছে না। নাঃ সত্যিই মাংসে নুন নেই, ঝোলে নুন নেই, আলুর তরকারিতে নুন নেই। সমস্ত তরকারিতে

নুন নেই ভেবেই নিনির গা-টা কীরকম গুলিয়ে উঠল।
রান্না শেষ করে যেই লোকগুলো ছুটল পোর ট্রে আনতে সেই ফাঁকে নিনি প্রত্যেকটা উনুনের কাছে গিয়ে খাবারের ডেক্‌চিতে একটু একটু করে নুন ছড়িয়ে দিলে। দিয়েই আবার ছুটে এসে টুলের ওপর বসে পড়ল। বসে বসে দেখতে ল াগল পোর ট্রে-তে ডিশ সাজিয়ে বেয়ারারা সোনালি সুতোর কাজ-করা ন্যাপকিন দিয়ে ধরে ট্রে-গুলো নিয়ে গেল রাজ ার খাওয়ার ঘরে।
প্রথমেই সুপ মুখে দিয়ে রাজা 'বাঃ' বলে সমস্তটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললেন। রানী বললেন, এত সুন্দর সুপের স্বাদ তো কখনো হয় নি। রাজকুমারী বললেন, যত দিন সুপ খাচ্ছি আজকের মতো সুপ কোনোদিনই খাই নি।
মাংস পর্যন্ত সব রান্নারই এমন সুন্দর স্বাদ পেয়ে রাজা রানী রাজকুমারী - সবাই বললেন, এমন সুন্দর রান্নার স্বাদ আগে একদিনও হয় নি কেন?
রাজা বললেন, বাবুর্চিকে ডাকো।
বাবুর্চিরা এসে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল।
রাজা বললেন, 'কী এমন মশলা দিলে বলো তো যা আগে কোনদিন দাও নি?'
'নতুন কোনো মশলা দিই নি তো মহারাজ' - বাবুর্চিরা এ-ওর দিকে তাকিয়ে রইল।
'তা হলে খাবারের এত স্বাদ এল কী ক'রে?'
বাবুর্চিরা সকলেই বললে,'জানি না তো মহারাজ!'
জোগাড়েরাও সকলে বললে, 'জানি না তো।' কেবল একজন কিছুক্ষণ মাথা নুইয়ে থেকে বললে, 'মহারাজ, রান্নাঘরে অ ামরা ছাড়া অন্য কেউই থাকে না। কিন্তু আজকে একজন শদেশীয় বণিক ছিল। একেবারেই ছেলেমানুষ। ছেলেটি টুলে বসে জিরোচ্ছিল আর আমাদের বলেছিল, সে খুব ক্লান্ত।'
'ছেলেটিকে ডাকো।' রাজা হুকুম দিলেন।
নিনি এল। রাজা জিগেস করলেন,' তুমি আমার খাবারে কিছু মিশিয়েছ?'
নিনি বললে, 'হ্যাঁ মহারাজ। আমি প্রত্যেকটা ডিশেই একটু ক'রে শ দেশের নুন মিশিয়েছি।'
তখুনি রাজার মনে পড়ে গেল সেই শাদা ধুলোর মতো গুঁড়োর কথা। তিনি জিগেস করলেন, 'তোমার কাছে কি আর ওই জিনিস আছে?'
নিনি বললে, 'বন্দরে আমি তো একটা ছোটো জাহাজে ক'রে ওই জিনিসই বোঝাই করে নিয়ে এসেছি।'
খুশি হয়ে রাজা বললেন, 'আমি এমন সুন্দর গুঁড়ো তো কখনো দেখি নি। -- আমি তোমার ওই গুঁড়োর সবটাই কিনে নিতে চাই। তার বদলে তুমি কী চাও বলো।'
মাথা চুলকোতে চুলকোতে নিনি ভাবলে, রাজা যখন সব গুঁড়োটুকুই কিনে নিতে চাইছে, তখন জিনিসটার দাম একটু বেশীই বলতে হবে। তাই মহারাজকে সে বললে, 'আমার ওই গুঁড়োগুলো এক-একটি ব্যাগে ভরতি ক'রে আপনাকে দেব। এক-একটি ব্যাগের বদলে আমাকে তিনটি করে ব্যাগ দিতে হবে - এক ব্যাগে থাকবে সোনা, এক ব্যাগে পো, আর এক ব্য াগে দিতে হবে দামি পাথর। এর চেয়ে সস্তায় তো দিতে পারব না মহারাজ।'
রাজা বললেন, 'তথাস্তু। সস্তাই বলতে হবে। কারণ এমন ম্যাজিক গুঁড়ো বিস্বাদ খাবারে দিলে সুস্বাদু হয়ে যায়। আর এমন স্বাদ যে মুখ ফেরানো যায় না।'
কাজেই সারা দিন সারা রাত ধরে বুড়ো নাবিকেরা একেবার কুঁজো হয়ে নুনের ব্যাগ দিয়ে যায় মহারাজের প্রাসাদে, অ ার-একবার কুঁজো হয়ে সোনা পো দামি পাথরের ব্যাগ বয়ে নিয়ে যায় জাহাজে। রাজার প্রাসাদের ভাঁড়ার ঘর ভরে ওঠে নুনের ব্যাগে। কুড়ি জন পাহারাদার পাহারা দিতে থাকে সঙিন উঁচিয়ে। জ্যোৎস্নার আলোয় চক্‌চক্‌ করে কুড়িটা সঙিন। আর ওদিকে নাবিকেরা ক্লান্ত হয়ে ব্যাগের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ে। নিনি গিয়ে মহারাজের কাছে বিদায় চায়।
রাজা বললেন, 'তুমি এবার কোন্‌ দেশে পাড়ি দেবে?'
নিনি বললে, 'আমার ছোট্ট জাহাজে এবার শ দেশে ফিরব।'
সুন্দরী রাজকন্যা বললেন, 'ওই ছোট্ট শ জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবে?'

নিনি শুধু বললে, 'হ্যাঁ।'
রাজকন্যা তখন রাজাকে বললে, 'আমি কখনো শ জাহাজ দেখি নি। নিনির জাহাজ ছাড়ার আগে আমাকে একটু অনুমতি দাও সঙ্গিনীদের নিয়ে বন্দরে জাহাজটা দেখে আসি।'
রাজকন্যা বন্দরে এলেন। বুড়ো নাবিকেরা রাজকন্যা আর সঙ্গিনীদের জাহাজে তুলে নিলে। সমস্ত জাহাজময় রাজকন্যা ছুটোছুটি করে বেড়াল। নিনি তাকে বুঝিয়ে দিলে কোন্‌টাকে বলে 'ডেক', কোন্‌টাকে বলে 'মাস্তুল', কোনটাকে বলে 'হ াল'।
রাজকন্যা জাহাজের পাল দেখতে চাইলেন। বুড়ো নাবিকরা ছেঁড়া পালটাকে টাঙিয়ে দিলে। পাল ফুলে উঠল হাওয়ায়। তারপর টান্‌ লাগল। পাল তুলতেই জাহাজ এগোল না কেন? রাজকন্যা জিগেস করলেন। নোঙর ফেলা থাকলে জাহাজ যে আটকে থাকে, নিনি বোঝালে।
-'তা হলে নোঙরটা দেখাও আমাকে।'
নিনি তখন বুড়ো নাবিকদের বললে, নোঙরটা তুলে এনে দেখাও রাজকন্যাকে। রাজকন্যা নোঙর দেখল। এদিকে নোঙরট া তুলে নিতেই জাহাজ চলতে লাগল। একজন নাবিক হাল ঘোরানোর হাতলটায় চাপ দিতেই বন্দর ঠেলে নীল সমুদ্রে নিনির ছোট্ট জাহাজ ভেসে চলল।
রাজকন্যার মনে হল এবার বাড়ি ফিরতে হবে। তখন কিন্তু জাহাজ কূল ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে। সেখান থেকে র াজার প্রাসাদের সোনার চূড়াগুলো স পিনের মতো রোদ্দুরে চকচক করছে। রাজকন্যার সঙ্গিনীরা ইতিমধ্যেই চিৎকার করে কাঁদতে শু করেছে। রাজকন্যাও তো নিপায়। তিনি শুধু নীরবে কাঁদতে থাকেন আর মাল দিয়ে চোখর জল মোছেন।
নিনি তাকে সান্ত্বনা দেয়। কত সমুদ্রের গল্প আর দেশান্তরের গল্প বলবে। নতুন নতুন দেশ আর সমুদ্রের রহস্যময় জীবন দেখাবে বলে আশ্বাস দেয়। রাজকন্যা গল্প শুনতে শুনতে নিনিকে ভালোবেসে ফেলে।
দুজনেই খুশি হয়ে ঠিক করে ফেলে নিনির বাবার কাছে গিয়ে তারা বিয়ের উৎসবের আয়োজন করবে। তখন সমুদ্রযাত্রাটা দুজনেরই ভালো লাগতে থাকে । সারা দিন তারা জাহাদের ডেকে কাটিয়ে দেয়। নানা গল্প-গানে মশগুল হয়। সঙ্গিনীদের সান্ত্বনা দেন রাজকন্যা। সঙ্গিনীদের মন-মরা ভাব কেটে যায়। তারাও জাহাজময় ছুটোছুটি করে। আর বুড়ো নাবিকদের জ্বালাতন করতে থাকে।
হঠাৎ একদিন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাজকন্যা দেখতে পায় দূরে দুটো বড়ো জাহাজ সুন্দর কাকাজ-করা সিল্‌কের পাল তুলে চলেছে।
নিনি চেঁচিয়ে বলে, আরে! জাহাজদুটো তো আমারই দাদাদের জাহাজ। তা হলে আমরা একসঙ্গেই সব বাড়ী ফিরছি।
নিনির নির্দেশ পেয়ে বুড়ো নাবিকেরা ভাঙা গলায় দূরের জাহাজ-দুটোকে ডাকতে লাগল। নিনি ভায়েরা শুনতে পেলে। ত ারা নিনির জাহাজে এসে নিনি আর নিনির স্ত্রীকে অভ্যর্থনা করলে। তার পর যখন বুঝলে নিনির স্ত্রী রাজকন্যা, দেখলে নিনির জাহাজ-ভরা সোনাদানা, তখন নিনি সৌভাগ্য দেখে তারা আনন্দ করলে ঠিকই , কিন্তু নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলে, এ কি করে হয়? নিনি আনছে জাহাজ ভরতি সোনা-দানা, আর আমরা নিয়ে ফিরছি মোটে দু-চার বস্তা সোনা?
এক জন দাদা বললে,' নিনি রাজকন্যাকেই বা জুটিয়ে নিলে কোথা থেকে?' ক্রমশ নিনির দুই দাদা হিংসে আর রাগে জ্বলতে লাগল। সন্ধের আবছা অন্ধকারে নিনিকে একলা পেয়ে দুজনে মিলে তাকে ধরে অন্ধকার নীল সমুদ্রে ফেলে দিলে।
বুড়ো নাবিকরা কেউ দেখতে পায় নি। রাজকন্যাও তখন জাহাজের ডেকে ছিল না। কাজেই সকাল হতেই নিনিকে দেখতে না পেয়ে দাদাদের জিগেস করাতে তারা বললে, 'নিনি বোধহয় ঘুমের ঘোরে ডেক থেকে পড়ে গেছে।'
দু-ভাই নিনির সম্পত্তি ভাগ করে নিলে। বড়ো ভাই নিলে রাজকন্যাকে। আর মেজো ভাই সোনা-দানা-ভরতি নিনির ছে াটো জাহাজটাকে। নিয়ে তারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরল।
কিন্তু রাজকন্যা তো কেবলই কাঁদে। আর সমুদ্রের অতল নীল জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। নিনির বড়ো দাদা তে া তাকে সান্ত্বনা দিয়ে পেরে ওঠে না। আর সেজো ভাই তো সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাই করে না। বুড়ো নাবিকরা মন-মরা হয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে বকে। ঈশ্বরের কাছে নিনির আত্মার জন্যে শান্তি কামনা করে। যদিও নিনি বুড়ো নাবিকদের নুনের বস্তা বইয়ে বইয়ে খাটিয়ে মেরেছে, তবু নিনিকে তারা খুবই ভালোবাসত। কারণ, বুড়ো নাবিকদের সঙ্গে কেমন মিলে-মিশে

থাকতে হয়, কথা কইতে হয়, তা নিনির মতো কে আর পারে!

২

নিনি কিন্তু মরে নি। তার ভায়েরা যখনই তাকে জলে ছুঁড়ে ফেলেছে তখনি নিনি তার লোমের বড়ো টুপিটা মাথার ওপর চেপে ভালো ক'রে বসিয়ে সাঁতার কাটতে শু করে। সারা রাত সাঁতার কেটে ভোর হয়ে যায়। ভোরবেলা নিনি দেখে একটা কাঠের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছে। গুঁড়িটাকে ধরে সে স্বস্তি পায়। তার পর ভাসতে ভাসতে তীরে ওঠে। তখন রাত হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার বালাই নেই। ক্লান্ত হয়ে সে সমুদ্রের ধারেই ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখে, জায়গাটা একটা দ্বীপ। কেউ কোথাও নেই। দূরে একটা মস্ত বড়ো বাড়ি। প্রায় পাহাড়েরই মতো বড়ো। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থ াকতে থাকতে নিনি দেখলে, বাড়ির সামনের বিরাট দরোজাটা খুলে গেল যেন ঝড়ের শব্দে। একটা বিরাট-শরীরের দৈত্য বেরিয়ে এল। এসে সমুদ্রের ধারে ছোট্ট নিনির দিকে চোখ নামিয়ে দেখতে লাগল।

'কী করছ ক্ষুদে ভায়া এখানে?' দৈত্যটা জিগেস করলে।

নিনি তার জীবনের পুরো ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে গেল।

দৈত্য ধৈর্য ধরে সব শুনলে। তারপর বললে, 'তা হলে শোনো ক্ষুদে ভায়া। ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি। কাল সকালে তোমার ওই বড়ো ভাই তোমার রাজকন্যাটিকে বিয়ে করছে। তবে ও-ব্যাপারে তোমার এখন মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তবে তুমি যদি বিয়ের উৎসবে উপস্থিত হতে চাও তা হলে তোমাকে ওখানে পৌঁছে দিতে পারি। বিয়েটা ঘটা করেই হবে। তোমার দুই দাদা জাহাজ ভর্তি করে সোনা-দানা এনেছে দেখে তোমার বাবা খুবই খুশি। তাই তিনিই জাঁকজমকের সব আয়োজন করেছেন।'

নিনির তো রাজি না হওয়ার কোনো কারণই নেই। কাজেই দৈত্য তাকে নিয়ে চলল সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঝড়েরগতিতে। নিনির টুপি উড়ে গেল। নিনি বললে, 'দাঁড়াও।'

দৈত্য বললে, 'এখন ফিরে গিয়ে টুপি আনা সম্ভব নয়। পায় পাঁচশো মাইল পেছিয়ে যেতে হয় তাহলে।'

দৈত্য তখন জলের ভেতর দিয়েই চলেছে। বুক অবধি সমুদ্রের জল ছলাত ছলাত শব্দ করছে। খানিক বাদেই তার কোমর অবধি জল নেমে গেল। আর তার একটু পরেই নিনি দৈত্যের কাঁধ থেকে দেখলে, দৈত্য ঢেউ ভেঙে উঠছে তীরে। তার প ায়ের পাতায় গড়িয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ফেনা নিনিকে নামিয়ে দৈত্য বললে, 'যাও ছুটে চলে যাও বিয়ে বাড়িতে। কিন্তু খবরদ ার! সকলের সামনে বুক ফুলিয়ে বলতে যেয়ো না যে বিরাট দৈত্যের কাঁধে চড়ে তুমি এখানে পৌঁছে গেছ।'

নিনি দৈত্যকে অনেক ধন্যবাদ দিলে। বললে, 'না, আমি তে ামার কথা বড়ো গলায় বলব না।'

বিয়ে-বাড়ির বাজনা,হৈ- হট্টগোলের মাঝখানে গিয়ে নিনি পৌছল। দেখলে রাজকন্যা বসে আছে উচুঁ বেদিতে পাশে তার দাদা। কাছেই বসে আছেন তার বাবা, মা আর তার ঠিক ওপরের ভাই। সকলের মুখে চোখে খুশি যেন উপ্চে পড়ছে। অ ার রাজকন্যার ধবধবে শাদা গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে। ঠিক যে রকম শাদা নুন সে রাজকন্যার বাবার কাছে বিক্রি করে এসেছে। রাজকন্যার গায়ের রঙ সেই রকম শাদা।

হঠাৎ রাজকন্যার চোখ পড়ল নিনির দিকে। দেখতে পেয়েই লাফিয়ে চলে এল সে নিনির কাছে। চেঁচিয়ে বললে, 'এই আম ার স্বামী। আমার পাশে যে বসে ছিল সে নয়'।

নিনির বাবা চেঁচিয়ে বললেন,'এ কী!'

পরক্ষণেই ব্যাপারটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। তখন নিনির দুই দাদাকে তিনি বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। নিনির সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিলেন। নিনির সঙ্গী সেই বুড়ো নাবিকের দল বিয়েতে যোগ দিয়ে খুব হৈ-চৈ করলে। বর-কনে-কে নিয়ে নাচানাচি করলে। ভাঙা গলায় গান করে খুব মজা করলে।

বিয়ের আসরে খুব মদ খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে সকলেই মনের চাপা কথাগুলো চেঁচিয়ে বলতে লাগল। কেউ বলতে লাগল, অ ামার অনেক অনেক টাকা পয়সা। কেউ বলল, আমার বৌয়ের মতো সুন্দরী আর হয় না। কেউ বললে, আমার মতো গ ায়ের জোর আর কার আছে। সকলেই মদের পাত্র তুলে পরস্পরের শুভেচ্ছা জানালে।

ত্রমশ নেশার ঘোরে নিনিও সেই দৈত্যের কাছে কথা দেওয়ার ব্যাপারটা ভুলে গেল। বললে, দৈত্যের কাঁধে চড়ে সাত সমুদ্র পেরিয়ে বিয়ের আসরে যোগ দেবার সৌভাগ্য বোধহয় আর কারই হয় নি। অনেকেরই অনেক কিছু থাকতে পারে।

কিন্তু এ-ব্যাপারে আমি সক্কলকেই টেক্কা দিয়েছি।
নিনির কথা শেষ না হতেই চার দিকে হাওয়ার বেগ বেড়ে গেল। একটা ভারী পায়ের শব্দে বিয়ে-বাড়ি কেঁপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সেই বিরাট দৈত্য এসে বিয়ের উৎসবে হাজির।
- ও ক্ষুদে ভায়া! তোমাকে যে বলেছিলাম আমার কথা বোলো না। তুমি তো বলে ফেলেছো। এখন দেখো, এসে হাজির হয়েছি।
নিনি ক্ষমা চেয়ে বললে, 'দেখো, আমি তোমার কথা তো বলতে চাই নি। এই মদের নেশাই তোমার কথা বলিয়েছে।'
- কী মদ তোমরা খেলে যে খেয়ে সবাই নিজেদের বড়াই করতে লাগলে?'
- তোমাকে খাওয়াব।
নিনি তার বুড়ো নাবিক-বন্ধুদের দিয়ে একটা বিরাট মদের পিপে আনিয়ে নিলে। পিপেতে যা মদ ছিল তাতে প্রায় একশো জনের খাওয়া হয়ে যায়। দৈত্যকে নিনি বললে, 'একটু খেয়ে দেখো-না।'
কথাটা দৈত্যকে দুবার বলতে হল না। পুরো পিপেটা ছোট্ট গেলাসের মতো তুলে ধরে ঢক ঢক করে খেয়ে শেষ করে দিলে সে। তার পর বাড়িময় দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। জিনিসপত্রও ভাঙলে, তছনছ করলে। বাগানের বড়ো বড়ো গাছগুলো দৈত্যের পায়ের চাপে ভাঙা থামের মতো নুইয়ে পড়ল। যেদিকেই সে যায় সেদিকের গাছের গুঁড়ি-ভাঙার বীভৎস মড়্‌মড়্‌ আওয়াজ ওঠে। তারপর সে হঠাৎ চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমে ঢলে পড়ল। সকলেই স্বস্তি পেলে।
তার পর তিনদিন তিনরাত ঘুমিয়ে সে চোখ মেললে।
নিনি বললে, 'দেখো কী কাণ্ড তুমি করেছ চার দিকে।'
- সে কী! ওই দু-চার ফোঁটা মদ খেয়ে এত কাণ্ড করে ফেলেছি! এখন বুঝতে পারছি, এই মদ খেলে লোকে তো একটু-আধটু বড়াই করতেই পারে।
তার পর চার দিকের ভাঙাচোরা বাড়ি-ঘর আর গাছপালার দিকে একটু কশভাবে তাকিয়ে দৈত্য নিনিকে বললে, 'এখন থেকে তুমি যতদিন ইচ্ছে আমার কথা বলে বড়াই করতে পারো। আমার কিছু বলবার নেই।
দৈত্য উঠে পড়ল। গোঁফে চাড়া দিলে। তার পর বড়ো বড়ো চোখ দুটো একটু মুচকি হেসে লাফিয়ে উঠে সমুদ্রের জলে মিলিয়ে গেল।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com